যুগান্তর

ঢাকা পলিটেকনিক মাঠের সংস্কার হচ্ছে না

প্রকাশ : ১৮ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

তেজগাঁও প্রতিনিধি

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মাঠটি পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীসহ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলবাসীর একমাত্র খেলার মাঠ। মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের ফলে বর্তমানে মাঠটি খেলার অনুপযোগী। ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হলেও সংস্কার হয়নি মাঠের। ছোট-বড় গর্ত, ইট-সিমেন্টের টুকরো ও পাথরকণায় ভরপুর হয়ে আছে মাঠটি। মাঠের ভেতরে চায়ের দোকান, রিকশার গ্যারেজ ও অবৈধ স্থাপনা করে চলছে ভাড়া-বাণিজ্য। সন্ধ্যার পর দেখা যায় মাদকসেবীদের আনাগোনা। কলেজশিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী অভিযোগ

করে বলেন, ২০১৭ সালের শেষে প্রকল্পের সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে গেলেও কোনো সংস্কার হয়নি মাঠের। এতে শিক্ষার্থী ও এলাকার শিশু-কিশোররা অলিগলি ও রাস্তায় খেলাধুলা করে।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের ৪৪৬ নম্বর প্লটটি ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মাঠের জন্য বরাদ্দ। এ মাঠে পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী নিয়মিত খেলাধুলা করত। ২০১৩ সালে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের কাজের জন্য নাভানা কোম্পানি মাঠটি ভাড়া নেয়। এ জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসে মাঠের ভাড়া ও সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হয়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্প শেষে মাঠটি খালি করে দেয় নাভানা। সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, মাঠজুড়ে রয়েছে ইট-সিমেন্টের বড় টুকরো, পাথর ও ছোট-বড় অনেক গর্ত। এর মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে খেলাধুলা করছে এলাকার শিশু-কিশোররা। মাঠটির দক্ষিণ কোণে একটি ক্লাবঘর রয়েছে। অবৈধভাবে সে ক্লাবঘরটি ও পাশে আরও বেশ কয়েকটি ঘর তুলে ভাড়া-বাণিজ্য চলছে। মাঠটির পশ্চিম পাশে রয়েছে অবৈধ রিকশার গ্যারেজ। যেখানে প্রায় ২শ' রিকশা রয়েছে। মাঠের চায়ের দোকানদার মিজান জানান, মাঠে দোকান ও গ্যারেজ থেকে আবুসাইদ টাকা তুলেন। এলাকার বাসিন্দা লুৎফর রহমান মন্টু বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই এ এলাকায় বড় হয়েছি। এ মাঠে অনেক খেলাধুলা করেছি। মাঠটি আগে সবুজ ঘাসে ভরা ছিল। এ এলাকায় তেমন কোনো উন্মুক্ত খেলার মাঠ নেই। পলিটেকনিকের মাঠে শিক্ষার্থীসহ সবাই খেলাধুলা করত। তবে ফ্লাইওভারের কাজের জন্য ব্যবহার করায় মাঠটি খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মাঠটির উন্নয়ন করার কথা থাকলেও কোনো সংস্কার হচ্ছে না।

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলে সাবেক শিক্ষার্থী ছাড়া নতুন বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই জানে না তাদের খেলাধুলার জন্য একটি মাঠ রয়েছে। বিকালে ইন্সটিটিউটের হোস্টেলের পাশের গলিতে কিছু শিক্ষার্থীকে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী জানায়, পাঁচ বছর ধরে এ মাঠটি প্রকল্পের কাজে ব্যবহার হওয়ায় আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। এখন মাঠটি খালি করলেও মাঠে খেলাধুলা করার কোনো পরিবেশ নেই। এ অবস্থায় খেলতে গিয়ে অনেকেই পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। কলেজ শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান বলেন, মেধাবিকাশ, সুন্দর মন ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য দরকার উন্মুক্ত খেলার মাঠ। বর্তমানে যা আমরা পাচ্ছি না।

আমাদের জন্য একটি বড় খেলার মাঠ থাকলেও সেখানে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, কলেজের প্রিন্সিপালের সদিচ্ছা না থাকায় মাঠটি খেলাধুলা করার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে না। মাঠটি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভাড়া দিয়ে পকেট ভাড়ি করা হচ্ছে বলে তারা জানান। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) ২৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শফিউল্লাহ শফি বলেন, এ মাঠটি ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মাঠ। এ মাঠটিতে শিক্ষার্থী ছাড়াও এলাকার শিশু-কিশোররা খেলত।

আমরা জানি, ফ্লাইওভারের কাজের জন্য নাভানা গ্রুপ ভাড়া নেয়। তবে তাদের মাঠটি সংস্কার করে দেয়ার কথা ছিল। এখন আবার শুনছি মাঠটি মেট্রোরেলের জন্য ভাড়া দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্বার্থ ছাড়া মাঠটি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার হলে আমরা এর যথাযথ ব্যবস্থা নেব। ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক কাজী জাকির হোসাইন বলেন, এ মাঠটি আর সংস্কার করা হবে না। কেননা, এখানে ইন্সটিটিউটের একটি প্রকল্পের কাজ করা হবে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি সরকারিভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।